HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – যৌক্তিক সংজ্ঞা

টপিক – ০১ যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি
টপিক ০২: সংজ্ঞা ও বর্ণনা
টপিক ০৩: সংজ্ঞার নিয়মাবলি
টপিক ০৪: সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপত্তিসমূহ
টপিক ০৫: সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা
টপিক ০৬: সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা
টপিক ০৭: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৮: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, যুক্তিবিদ অ্যারিস্টটল বিধেয়কের তালিকায় সংজ্ঞাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বিজ্ঞানের শুরু এবং শেষ হিসেবে সংজ্ঞাটিকে অতি উচ্চ মর্যাদা দান করেন। তিনি মনে করেন প্রতিটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে কাজ শুরু করি। এই জ্ঞান আমরা সাধারণত সংজ্ঞা দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হই। তবে এই প্রাথমিক জ্ঞান প্রায়শঃই অনিশ্চিত ধরনের হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্পন্ন হবার পর আমরা যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্মন্ধে অবহিত হই, তখন আমরা বিষয়টিকে যথার্থভাবে সংজ্ঞায়িত করি। বিজ্ঞান ছাড়াও যুক্তিবিদ্যায় সংজ্ঞার গুরুত্ব খুবই বেশি। বিভিন্ন যুক্তিতে যুক্তিবাক্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত পদসমূহের সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট অর্থ জানা না থাকলে যুক্তির প্রয়োগ যথার্থ হয় না। তাই যুক্তির যথার্থ প্রয়োগের স্বার্থেই পদের সংজ্ঞা বিষয়ক আলোচনা একান্তই অপরিহার্য।

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা

যুক্তিবিদ্যায় সংজ্ঞার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তিবিদ্যায় যুক্তিগঠনের ক্ষেত্রে যেসব যুক্তিবাক্যের দরকার হয় তাদের প্রত্যেকটিতে দু'টি করে পদ ব্যবহার করা হয়। যুক্তিবাক্যে ব্যবহারের সময় প্রতিটি পদের অর্থ সুস্পষ্টভাবে জানা দরকার। নইলে অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থবোধকতা দেখা দিতে পারে। ফলে একই পদ ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে।

সংজ্ঞার উদ্দেশ্য হলো পদের অর্থকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুক্তিবিদ্যায় সংজ্ঞাকরণের নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়। এসব নিয়ম অনুসরণ করে পদের সংজ্ঞা দান করলে তা ত্রুটিমুক্ত হয়। এরূপ সংজ্ঞা যুক্তিসম্মত আলোচনা এবং বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। আর এসব নিয়ম অগ্রাহ্য করে সংজ্ঞা দান করলে তা ত্রুটিপূর্ণ হয়। এরূপ সংজ্ঞা সঠিকভাবে যুক্তি প্রণয়নের বেলায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই বলা যায় শুদ্ধ যুক্তি ও নির্ভুল চিন্তাধারার জন্য পদের সংজ্ঞাদান প্রয়োজন।.

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি

কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করাকে সংজ্ঞা বলে। সংজ্ঞা দানের উদ্দেশ্য হলো কোনো পদের অর্থকে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা। কোনো পদের অর্থকে পরিষ্কার করার জন্যে সাধারণ লোক বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু যুক্তিবিদ্যায় একমাত্র জাত্যর্থ প্রকাশের মাধ্যমেই পদের অর্থকে ব্যক্ত করা হয়। আমরা জানি যে, একটি পদের জাত্যর্থ তার সাধারণ ও আবশ্যকীয় গুণ বা গুণসমূহ দ্বারা গঠিত হয়। সুতরাং একটি বাক্যের মাধ্যমে ঐরূপ গুণ বা গুণসমূহের সুস্পষ্ট উল্লেখকে সংজ্ঞা বলে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি

যুক্তিবিদ ল্যাটা ও ম্যাকবেথ বলেন, “একটি সংজ্ঞা হচ্ছে কোন সংজ্ঞায়িত বস্তুর মধ্যকার সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের একটি বিবৃতি; অথবা, আধুনিক ভাষায়, এটা হচ্ছে কোন একটি পদের জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতি।”

যুক্তিবিদ ফাউলার বলেন, “একটি সংজ্ঞা হচ্ছে একটি পদের জাত্যর্থের বিশ্লেষণ। একে সব সময় একটি যুক্তিবাক্যের আকারে প্রকাশ করা যায়, যার মধ্যে সংজ্ঞেয় পদটি উদ্দেশ্য এবং বিশ্লেষণ পদটি বিধেয় গঠন করে।”

উদাহরণস্বরূপ, 'মানুষ' পদটির জাত্যর্থ হচ্ছে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। মানুষের মধ্যে আরও কতকগুলো সাধারণ গুণ যেমন-হাসি, কান্না, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি বর্তমান আছে। তবে এগুলো মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ এগুলো হয় বুদ্ধিবৃত্তি, না হয় জীববৃত্তির মধ্যে নিহিত। তাই মানুষ পদের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে এহেন গুণের উল্লেখ না করে কেবল এর জাত্যর্থকেই উল্লেখ করতে হবে। সুতরাং 'মানুষ' পদের সংজ্ঞা হলো- "মানুষ হচ্ছে একটি বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব।”

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি

গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যায় সংজ্ঞা দানের একটি বিশেষ পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। এ পদ্ধতি অনুসারে সংজ্ঞার অন্য কোন নিয়ম-কানুন অনুসরণ না করে এক সহজ উপায়ে পদের সংজ্ঞা দেয়া যায়। উপায়টি হচ্ছে-সংজ্ঞায় জাতি ও লক্ষণকে উল্লেখ করতে হবে। (Definition should be per genus et defferentium). এখানে জাতি বলতে পদের আসন্নতম জাতি এবং লক্ষণ বলতে পদের নিজস্ব লক্ষণকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং সংজ্ঞা দানের সহজ উপায় হলো পদের আসন্নতম জাতিকে এবং পদের নিজস্ব লক্ষণকে উল্লেখ করা। কোন পদের সংজ্ঞা দেবার সময় আমাদের দেখতে হবে পদটি আসন্নতম কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং এর মধ্যে এমন কি গুণ আছে যা এর সহযোগী উপজাতিগুলোর মধ্যে নেই। সহজ কথায়, যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদের আসন্নতম জাতির নাম এবং তার বিভেদক লক্ষণকে উল্লেখ করলেই পদটির সংজ্ঞা পাওয়া যাবে। যেমন- মানুষ পদের আসন্নতম জাতি হচ্ছে- 'জীব' এবং লক্ষণ হচ্ছে- 'বুদ্ধিবৃত্তি'।

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি

একটি বাক্যের মাধ্যমে এ দু'টি জিনিসকে উল্লেখ করলেই মানুষের সংজ্ঞা পাওয়া যাবে। সুতরাং মানুষ পদের সংজ্ঞা হচ্ছে-“মানুষ হয় একটি বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব।” অনুরূপভাবে, ত্রিভুজ পদটির আসন্নতম জাতি হচ্ছে- 'সমতল ক্ষেত্র' এবং এর লক্ষণ হচ্ছে- 'তিন বাহু দ্বারা বেষ্টিত হওয়া'। সুতরাং ত্রিভুজের সংজ্ঞা হচ্ছে-“ত্রিভুজ হয় তিন বাহু দ্বারা বেষ্টিত একটি সমতল ক্ষেত্র।"

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – যৌক্তিক সংজ্ঞা

টপিক – ০২ সংজ্ঞা ও বর্ণনা

টপিক ০২: সংজ্ঞা ও বর্ণনা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সংজ্ঞা ও বর্ণনা

একটি পদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গুণ থাকতে পারে। এদের মধ্যে কিছু গুণ হচ্ছে জাত্যর্থ, কিছু গুণ হচ্ছে উপলক্ষণ, আর কিছু গুণ হচ্ছে অবান্তর লক্ষণ। কোন পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করাকে সংজ্ঞা বলা হয়। আর কোন পদের উপলক্ষণ অথবা অবান্তর লক্ষণ অথবা জাত্যর্থের অংশ বিশেষের সাথে এগুলোকে মিশিয়ে উল্লেখ করাকে বর্ণনা বলা হয়। যেমন-

মানুষের সংজ্ঞা- "মানুষ হয় এক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব।"

মানুষের বর্ণনা-"মানুষ হয় এক প্রকার পক্ষবিহীন দ্বিপদ জীব।"

সংজ্ঞা একটি পদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে। একটি পদের প্রকৃত অর্থ তার জাত্যর্থের উপর নির্ভর করে। সংজ্ঞা একটি পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। আমরা যখন মানুষের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলি-মানুষ হয় এক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। তখন এই বাক্যের মাধ্যমে মানুষ পদের জাত্যর্থে সবটুকু অংশ অর্থাৎ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি গুণদ্বয় প্রকাশ পায়। এর ফলে পদের অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

সংজ্ঞা ও বর্ণনা

পক্ষান্তরে, বর্ণনায় একটি পদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয় না। বর্ণনায় আমরা সাধারণত একটি পদের উপলক্ষণ বা অবান্তর লক্ষণ উল্লেখ করি, পদের কোন গুরুত্বপূর্ণ গুণ উল্লেখ করি না। তাই বর্ণনার মাধ্যমে পদের অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় না, বরং অস্পষ্ট থেকে যায়। আমরা যখন মানুষের বর্ণনা দিতে যেয়ে বলি-মানুষ হয় এক প্রকার পক্ষবিহীন দ্বিপদ 'জীব', তখন এই বাক্যের মাধ্যমে মানুষের আংশিক জাত্যর্থ এবং কিছু অবান্তর লক্ষণ জাতীয় গুণ প্রকাশ পায়। ফলে মানুষ পদের অর্থ আমাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্ণনার তুলনায় সংজ্ঞার মর্যাদা বেশি। তবে অধিকাংশ পদেরই জাত্যর্থ আমাদের জানা থাকে না বলে সংজ্ঞার ব্যবহার আমাদের কাছে কম। সংজ্ঞার অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করি। তাই অনেকে বর্ণনাকে 'কাজ চালানো সংজ্ঞা' (Working Definition) নামে অভিহিত করেন।

সংজ্ঞা ও বর্ণনা

সংজ্ঞা ও বর্ণনার মধ্যে নিম্নের পার্থক্যগুলো লক্ষণীয় :

(১) সংজ্ঞায় পদের পূর্ণ জাত্যর্থকে উল্লেখ করা হয়। আর বর্ণনায় কখনও উপলক্ষণ, কখনও অবান্তর লক্ষণ, অবার কখনও জাত্যর্থের অংশবিশেষের সাথে এগুলোকে মিশিয়ে উল্লেখ করা হয়।

(২) সংজ্ঞা নিয়ম-কানুনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং একটি পদের একটি মাত্রই সংজ্ঞা হতে পারে। কিন্তু বর্ণনার কোন ধরাবাধা নিয়ম-কানুন নেই। এটা বর্ণনাকারীর মনোভাব ও প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। কাজেই একই পদের বর্ণনা বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।

(৩) সংজ্ঞার মূল্য সব সময়ই সমান। কিন্তু বর্ণনার মূল্য সব সময় সমান নয়। বিবৃত গুণগুলো যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, বর্ণনা তত বেশি মূল্যবান হয়।

(৪) আমরা জাতির সংজ্ঞা দেই, আর বস্তুর বর্ণনা দেই। কেবলমাত্র জাতিবাচক পদেরই সংজ্ঞা দান সম্ভব। বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর কোন সংজ্ঞা হয় না। বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ গুণ বর্তমান থাকে যেগুলো কেবল বর্ণনার মাধ্যমেই প্রকাশ করা যায়।

সংজ্ঞা ও বর্ণনা

(৫) সংজ্ঞা হলো কেবল জাত্যর্থের প্রকাশ। যে সমস্ত পদের কোন জাত্যর্থ নেই তাদের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। ঐ সকল ক্ষেত্রে আমরা সংজ্ঞার পরিবর্তে বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করি।

(৬) সংজ্ঞা একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আর বর্ণনা একটি লৌকিক প্রক্রিয়া। পদের জাত্যর্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে স্থির করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, খুব কম সংখ্যক পদের জাত্যর্থ সাধারণ লোকের জানা থাকে। তাই তাদের পক্ষে খুব কম ক্ষেত্রে পদের সংজ্ঞা দান সম্ভব। এ কারণেই সংজ্ঞা অপেক্ষা বর্ণনা তাদের কাছে বেশি প্রচলিত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – যৌক্তিক সংজ্ঞা

টপিক – ০৩ সংজ্ঞার নিয়মাবলি

টপিক ০৩: সংজ্ঞার নিয়মাবলি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সংজ্ঞার নিয়মাবলি

যৌক্তিক সংজ্ঞাকে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে হয়। এ নিয়মগুলো মান্য করলে সংজ্ঞা শুদ্ধ হয়। আর অমান্য করলে সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং তাতে কোন না কোন অনুপপত্তি ঘটে।

১ম নিয়ম: যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদের সম্পূর্ণ জাত্য উল্লেখ করতে হবে; তার চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়।

একটি পদের জাত্যর্থ তার সাধারণ ও আবশ্যকীয় গুণ দ্বারাই গঠিত হয়। সুতরাং কোন পদের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হলে ঐরূপ গুণসমূহকেই উল্লেখ করতে হবে। অনাবশ্যক গুণকে সব সময়েই বর্জন করতে হবে। এ অর্থে মানুষ পদের সংজ্ঞা হবে-"মানুষ হচ্ছে একটি বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব।" এক্ষেত্রে মানুষের জাত্যর্থে যে দু'টি গুণ অন্তর্ভুক্ত আছে অর্থাৎ জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয় গুণকেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সংজ্ঞার নিয়মাবলি

সংজ্ঞার এ প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করে আমরা কোন সময় জাত্যর্থ থেকে বেশি গুণের উল্লেখ করি। আবার কোন সময় জাত্যর্থ থেকে কম গুণের উল্লেখ করি। এ উভয় ক্ষেত্রেই সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত। ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞাগুলো নিম্নরূপ :

(ক) বাহুল্য সংজ্ঞা: কোন পদের সংজ্ঞায় যদি পদটির প্রকৃত জাত্যর্থ থেকে অতিরিক্ত কোন গুণের উল্লেখ থাকে এবং সে অতিরিক্ত গুণটুকু যদি ঐ পদের উপলক্ষণ হয়, তাহলে সংজ্ঞাটি ভ্রান্ত হবে। এরূপ ভ্রান্ত সংজ্ঞার নাম বাহুল্য সংজ্ঞা। যেমন- "মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মরণশীল জীব।" এখানে অতিরিক্ত 'মরণশীল' গুণটি মানুষ পদের উপলক্ষণ, জাত্যর্থ নয়।

(খ) আপতিক সংজ্ঞা: একটি সংজ্ঞায় অতিরিক্ত গুণটুকু যদি পদের অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ হয়, তাহলে সংজ্ঞা ভ্রান্ত হবে। এরূপ ভ্রান্ত সংজ্ঞার নাম আপতিক বা অবান্তর সংজ্ঞা। যেমন-"মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন দ্বিপদ জীব।" এখানে অতিরিক্ত 'দ্বিপদ' গুণটি মানুষ পদের অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ, জাত্যর্থ নয়। চি জীতে অণী।

সংজ্ঞার নিয়মাবলি

(গ) অব্যাপক সংজ্ঞা: অনুরূপভাবে, একটি সংজ্ঞায় অতিরিক্ত গুণটুকু যদি পদের বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ হয়, তাহলে সংজ্ঞাটি ভ্রান্ত হবে। এরূপ সংজ্ঞার নাম অব্যাপক সংজ্ঞা। যেমন-“মানুষ হয় একটি বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ফর্সা জীব।” এখানে 'ফর্সা' গুণটি মানুষ পদের একটি বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ, জাত্যর্থ নয়। এ সংজ্ঞাটি অব্যাপক কারণ এটি সব মানুষের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

(ঘ) অতিব্যাপক সংজ্ঞা: আবার, একটি সংজ্ঞায় যদি পদের যথার্থ জাত্যর্থ থেকে কম গুণের উল্লেখ থাকে, তাহলে সংজ্ঞাটি ভ্রান্ত হবে। এরূপ সংজ্ঞাকে বলা হয় অতিব্যাপক সংজ্ঞা। যেমন-"মানুষ হয় একটি জীব।” এ সংজ্ঞায় মানুষের সম্পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করা হয়নি। 'বুদ্ধিবৃত্তি' গুণটিকে বাদ দেয়া হয়েছে। এ সংজ্ঞাটি অতিব্যাপক, কারণ এটি শুধু মানুষের বেলায়ই নয়, অপরাপর জীবজন্তুর বেলায়ও প্রযোজ্য।

সংজ্ঞার নিয়মাবলি

২য় নিয়ম: যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদটি থেকে সংজ্ঞাটি স্পষ্টতর হতে হবে; সংজ্ঞায় কোন রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা চলবে না।

সংজ্ঞা দানের উদ্দেশ্য হলো কোন পদের অর্থকে পরিষ্কার করা। কাজেই সংজ্ঞায় খুব সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করতে হবে যাতে পদের অর্থ সবার কাছে বোধগম্য হয়। তাই সংজ্ঞায় রূপক ও দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়। এরূপ ভাষা ব্যবহার করলে সংজ্ঞার অর্থ একদিকে যেমন সুস্পষ্ট হয় না অন্যদিকে তেমন সহজবোধ্য হয় না। যেমন-ত্রিভুজ পদের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে যদি বলা হয়-ত্রিভুজ হচ্ছে তিনবাহু দ্বারা বেষ্টিত একটি সমতল ক্ষেত্র, তাহলে সংজ্ঞাটি যথার্থ হবে। কেননা, এতে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে বলে এটি সবার কাছে বোধগম্য।

সংজ্ঞার নিয়মাবলি

সংজ্ঞাদানের এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে সংজ্ঞায় রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করলে সংজ্ঞায় নিম্নের ত্রুটি দেখা দেবে।

(ক) রূপক সংজ্ঞা: কোন পদের সংজ্ঞায় সহজ-সরল ভাষার পরিবর্তে রূপক ভাষা ব্যবহার করলে সংজ্ঞা ভ্রান্ত হবে। এরূপ ভ্রান্ত সংজ্ঞার নাম রূপক সংজ্ঞা। যেমন- 'মানুষ হয় সৃষ্টির মুকুট।' এটি একটি রূপক সংজ্ঞা। কেননা, এখানে 'মানুষ' পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'সৃষ্টির মুকুট' রূপকের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

(খ) দুর্বোধ্য সংজ্ঞা: কোন পদের সংজ্ঞায় সহজ-সরল ভাষার পরিবর্তে দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করলেও সংজ্ঞা ভ্রান্ত হবে। এরূপ সংজ্ঞাকে বলা হয় দুর্বোধ্য সংজ্ঞা। যেমন- "বটবৃক্ষ হচ্ছে জটাজুট লাঞ্ছিত সবিতাতপ নিরোধক মহাস্থবির পাদপ।" এটি একটি দুর্বোধ্য সংজ্ঞা। কেননা এতে দুর্বোধ্য ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। এর অর্থ সহজবোধ্য নয়।

সংজ্ঞার নিয়মাবলি

৩য় নিয়ম: যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদ বা তার প্রতিশব্দ সংজ্ঞায় ব্যবহার করা চলবে না।

কোন পদের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে একই কথার পুনরুক্তি না করে এমন কিছু নতুন কথা বলতে হবে যাতে পদের অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। সংজ্ঞায় যদি সংজ্ঞেয় পদের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়, তবে পদটির অর্থ পরিষ্কার না হয়ে একই অবস্থাই থেকে যায়। তাই সংজ্ঞায় ঐরূপ শব্দ সব সময়ই বর্জনীয়। যেমন- 'চতুর্ভুজ' হল চার বাহু দ্বারা বেষ্টিত একটি সমতল ক্ষেত্র।" এটি একটি যথার্থ সংজ্ঞা। কেননা এতে চতুর্ভুজের কোন প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়নি। ফলে সংজ্ঞার অর্থ খুবই সুস্পষ্ট হয়েছে। সংজ্ঞার এই নিয়মটি লঙ্ঘন করলে নিম্নের ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞার সৃষ্টি হয়।

চক্রক সংজ্ঞা: কোন পদের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে একই কথার পুনরুক্তি করলে সংজ্ঞা ভ্রান্ত হবে। এরূপ সংজ্ঞার নাম চক্রক সংজ্ঞা। যেমন- "মানুষ হয় মনুষ্য জাতীয় জীব।" এই সংজ্ঞাটি ভ্রান্ত, কেননা এখানে মানুষ সম্বন্ধে নতুন কিছুই বলা হয়নি। একই কথা ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। এখানে 'মানুষ' ও 'মনুষ্য জাতীয়' সমার্থক শব্দ। ফলে পদের অর্থ আদৌ পরিষ্কার হয়নি।

সংজ্ঞার নিয়মাবলি

৪র্থ নিয়ম: সদর্থক সম্ভব হলে সংজ্ঞায় কখনই নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়। একটি পদ বাস্তবে কি এবং তার মধ্যে কি কি গুণ বর্তমান তা প্রকাশ করাই সংজ্ঞার উদ্দেশ্য। কেবল সদর্থক সংজ্ঞা দ্বারাই এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। নঞর্থক ভাষার মাধ্যমে একটি পদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয় না। তাই সংজ্ঞায় সব সময় সদর্থক ভাষা ব্যবহার করা উচিত। যেমন-'মানুষ হয় এক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব।' এই সংজ্ঞায় মানুষের মধ্যে যে যে গুরুত্বপূর্ণ গুণ বর্তমান আছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এর ভাষা সদর্থক। এই নিয়মটি লঙ্ঘন করলে নিম্নের ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞার উদ্ভব ঘটে।

নঞর্থক সংজ্ঞা: কোন পদের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে নঞর্থক ভাষা ব্যবহার করলে সংজ্ঞা ভ্রান্ত হবে। এরূপ সংজ্ঞার নাম নঞর্থক বা নেতিবাচক সংজ্ঞা। যেমন-'পাপ নয় পুণ্য।' 'অন্ধকার হচ্ছে আলোর অভাব।' এই সংজ্ঞা দু'টি ভ্রান্ত। কেননা, এদের বেলায় নেতিবাচক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। 'পাপ' ও 'অন্ধকার'-এর মধ্যে কি কি গুণ উপস্থিত আছে তা সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়নি। শুধুমাত্র অনুপস্থিত গুণকে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংজ্ঞার নিয়মাবলি

৫ম নিয়ম: "যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদের সাথে সংজ্ঞার্থ পদ সহজভাবে রূপান্তরযোগ্য হতে হবে।"

এই নিয়মের অর্থ এই যে, যখন কোন সংজ্ঞা একটি যুক্তিবাক্যের আকারে প্রকাশিত হয়, তখন সংজ্ঞেয় পদ এবং সংজ্ঞার্থ পদ পরস্পরের সাথে স্থান পরিবর্তনযোগ্য হতে হবে। মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। এই যুক্তিবাক্যে সংজ্ঞেয় পদ হচ্ছে- 'মানুষ' এবং সংজ্ঞার্থ পদ হচ্ছে-'বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব'। এ দু'টি পদকে সহজেই স্থানান্তর করে আমরা বলতে পারি-বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব হয় মানুষ। এতে দু'টি বাক্যের অর্থের কোন তারতম্য ঘটছে না। কেননা, বাক্যে ব্যবহৃত দু'টি পদই সমপরিমাণ ব্যক্ত্যর্থ নির্দেশ করছে।

এই নিয়মটি লঙ্ঘন করার ফলে যদি দেখা যায় যে, সংজ্ঞেয় পদ ও সংজ্ঞার্থ পদের ব্যক্ত্যর্থ কমবেশি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে নিম্নের অনুপপত্তি দেখা দেবে :

সংজ্ঞার নিয়মাবলি

(ক) অতিব্যাপক সংজ্ঞা: কোন পদের সংজ্ঞায় যদি দেখা যায় যে, সংজ্ঞার্থ পদ সংজ্ঞেয় পদের ব্যক্ত্যর্থকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাহলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ অতিব্যাপক সংজ্ঞা বলে বিবেচিত হবে। যেমন, 'মানুষ হয় মেরুদন্ডী প্রাণী।' এই সংজ্ঞায় মানুষকে মেরুদন্ডী প্রাণী বলায় অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীও মানুষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ছে। ফলে মানুষের ব্যক্ত্যর্থ বেড়ে যাচ্ছে। তাই এটি একটি অতিব্যাপক সংজ্ঞা।

(খ) অব্যাপক সংজ্ঞা: কোন পদের সংজ্ঞায় যদি দেখা যায় যে, সংজ্ঞার্থ পদ সংজ্ঞেয় পদের ব্যক্ত্যর্থকে কমিয়ে দিচ্ছে, তাহলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ অব্যাপক সংজ্ঞা বলে বিবেচিত হবে। যেমন-'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন সভ্য জীব।' এখানে মানুষের সংজ্ঞায় সভ্য কথাটি যুক্ত করায় অসভ্য মানুষ মানুষ শ্রেণী থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। ফলে মানুষের ব্যক্ত্যর্থ কমে যাচ্ছে। তাই এটি একটি অব্যাপক বিভাগ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – যৌক্তিক সংজ্ঞা

টপিক – ০৪ সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপত্তিসমূহ

টপিক ০৪: সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপত্তিসমূহ

(ক) বাহুল্য সংজ্ঞা (Redundant Definition) :

বাহুল্য সংজ্ঞা একটি ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা। সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করলে এরূপ সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়। প্রথম নিয়মটি হলো- যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে; তার চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়। সংজ্ঞার এই নিয়মটি অমান্য করে আমরা যদি একটি সংজ্ঞায় পদটির যথার্থ জাত্যর্থ থেকে অধিক কোন গুণের উল্লেখ করি এবং সেই অতিরিক্ত গুণটুকু যদি পদের উপলক্ষণ হয়, তাহলে সংজ্ঞাটি ভ্রান্ত হবে। এরূপ ভ্রান্ত সংজ্ঞার নাম বাহুল্য সংজ্ঞা। যেমন- "মানুষ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তি সম্পন্ন একটি জীব।" এই সংজ্ঞাটিতে মানুষের প্রকৃত জাত্যর্থ থেকে যে অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ আছে সেটি হচ্ছে- 'বিচারশক্তি'। এই গুণটি মানুষ পদের উপলক্ষণ। বিচারশক্তি গুণটি মানুষ পদের জাত্যর্থ নয়, কিন্তু মানুষের জাত্যর্থ বুদ্ধিবৃত্তি থেকে এ গুণটি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত। সুতরাং এরূপ গুণের উল্লেখ সংজ্ঞায় নিষ্প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, ত্রিভুজের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে যদি বলি- "ত্রিভুজ হলো তিন বাহু দ্বারা বেষ্টিত এবং তিন কোণ বিশিষ্ট একটি সমতল ক্ষেত্র" তাহলে এটিও হবে বাহুল্য সংজ্ঞার একটি দৃষ্টান্ত। এখানে 'তিন কোণ বিশিষ্ট' গুণটি ত্রিভুজের উপলক্ষণ যা ত্রিভুজের জাত্যর্থ 'তিন বাহু দ্বারা বেষ্টিত' গুণটি থেকে অনুসৃত হয়েছে।

সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপত্তিসমূহ

(খ) আপতিক বা অবান্তর সংজ্ঞা (Accidental Definition) :

আপতিক সংজ্ঞা একটি ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা। সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম অমান্য করলে এরূপ সংজ্ঞার উদ্ভব ঘটে। প্রথম নিয়মটি হলো- যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে; তার চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়। সংজ্ঞার এই নিয়মটি অমান্য করে আমরা যদি একটি সংজ্ঞায় পদের যথার্থ জাত্যর্থ থেকে একটু বেশি উল্লেখ করি এবং এই অতিরিক্ত গুণটি যদি পদের অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ হয়, তাহলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং এরূপ সংজ্ঞাকে আপতিক বা অবান্তর সংজ্ঞা বলে। যেমন— "মানুষ হয় একটি বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন দ্বিপদ জীব।" এই সংজ্ঞাটিতে মানুষের পূর্ণ জাত্যর্থ থেকেও অতিরিক্ত 'দ্বিপদ' গুণটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। 'দ্বিপদ' গুণটি মানুষ পদের জাত্যর্থ নয়, জাত্যর্থ থেকে নিঃসৃতও নয়। এ গুণটি হলো মানুষ পদের একটি অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। সুতরাং সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ আপতিক সংজ্ঞার একটি দৃষ্টান্ত। অনুরূপভাবে, "দাঁড়কাক হলো একটি কালো পাখি", "কুকুর হলো একটি গৃহপালিত পশু" ইত্যাদি সংজ্ঞাও আপতিক সংজ্ঞা বলে বিবেচিত।

সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপত্তিসমূহ

(গ) অব্যাপক সংজ্ঞা (Too-Narrow Definition) :

অব্যাপক সংজ্ঞা একটি ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা। সংজ্ঞার প্রথম নিয়মটি অগ্রাহ্য করে আমরা যদি কোন সংজ্ঞায় পদের যথার্থ জাত্যর্থ থেকেও বেশি কোন গুণের উল্লেখ করি এবং অতিরিক্ত গুণটি যদি পদের বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ হয়, তাহলে সংজ্ঞাটিকে ত্রুটিপূর্ণ অব্যাপক সংজ্ঞা বলা হয়। যেমন- "গরু হয় একটি সাদা রং বিশিষ্ট জীব।" এখানে 'সাদা রং' গরু শ্রেণীর বেলায় একটি বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। কাজেই সংজ্ঞাটি সব গরুর বেলায় প্রযোজ্য নয়। বাস্তবে সব গরুই সাদা নয়। কোন কোন গরু সাদা, আবার কোন কোন গরু লাল, কালো ইত্যাদি রঙের। গরুকে সাদা রং বিশিষ্ট জীব বললে অন্যান্য রঙের গরুকে আর গরু বলা যায় না। তখন গরুর সংখ্যা খুব কম হয়ে যায়। সুতরাং উপরের সংজ্ঞাটি একটি ত্রুটিপূর্ণ অব্যাপক সংজ্ঞা। অনুরূপভাবে, "মানুষ হচ্ছে একটি বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন সভ্য জীব।" এখানে 'সভ্য' গুণটি মানুষ পদের একটি বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ, জাত্যর্থ নয়। কাজেই সংজ্ঞাটি অব্যাপক, কারণ এটি সব মানুষের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপত্তিসমূহ

(ঘ) অতিব্যাপক সংজ্ঞা (Too-Wide Definition) :

অতিব্যাপক সংজ্ঞা একটি ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা। সংজ্ঞার প্রথম নিয়মটি লঙ্ঘন করলে এরূপ সংজ্ঞার উদ্ভব ঘটে। প্রথম নিয়মটি হলো যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সে পদের পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে; তার চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়। সংজ্ঞার এই নিয়মটি অমান্য করে আমরা যদি কোন সংজ্ঞায় পদের জাত্যর্থ থেকে কম গুণের উল্লেখ করি, তাহলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং এরূপ সংজ্ঞাকে অতিব্যাপক সংজ্ঞা বলে। যেমন- 'মানুষ হয় একটি জীব।' এই সংজ্ঞাটিতে মানুষের সম্পূর্ণ জাত্যর্থকে প্রকাশ করা হয়নি। বুদ্ধিবৃত্তি গুণটিকে সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অপরাপর জীবের সাথে মানুষের পার্থক্য নির্দেশক কোন গুণই সংজ্ঞায় বর্তমান নেই। ফলে মানুষের সাথে বিড়াল কুকুরের কোন পার্থক্য থাকছে না। এই সংজ্ঞাটি অতিব্যাপক। কারণ সংজ্ঞাটি শুধু মানুষের বেলায়ই নয়, অপরাপর জীবজন্তুর বেলায়ও প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে, 'ঘুঘু হয় একটি পাখি', 'গোলাপ হয় একটি ফুল' ইত্যাদিও অতিব্যাপক সংজ্ঞা। শিলাকায় টাক ফান্দল চোবচী নানীর কাবা চত

সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপত্তিসমূহ

(ঙ) রূপক বা আলংকারিক সংজ্ঞা (Figurative Definition) :

রূপক বা আলংকারিক সংজ্ঞা একটি ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা। সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম অমান্য করলে এরূপ সংজ্ঞার অনুপপত্তি দেখা দেয়। দ্বিতীয় নিয়মটি হলো-যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদটি থেকে সংজ্ঞাটি স্পষ্টতর হতে হবে; সংজ্ঞায় রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা চলবে না। সংজ্ঞায় এই নিয়মটি অগ্রাহ্য করে আমরা যদি কোন সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করি, তাহলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং তাকে বলা হয় রূপক সংজ্ঞা। রূপক ভাষার ব্যবহার সাহিত্যের ক্ষেত্রেই বেশি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এর ব্যবহার কম নয়। তবে রূপক ভাষার ব্যবহারে কোন পদের অর্থই পরিষ্কার হয় না। উদাহরণস্বরূপ, 'সিংহ হচ্ছে পশুর রাজা', 'সঙ্গীত হচ্ছে একটি দুর্মূল্য কোলাহল', 'দেহ হচ্ছে আত্মার বন্দীশালা', 'যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে মনের ঔষধ' ইত্যাদি রূপক সংজ্ঞার দৃষ্টান্ত। এখানে 'সিংহ' পদের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে 'পশুর রাজা' রূপকের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। সিংহের কোন সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণকে উল্লেখ করা হয়নি। তদ্রুপ 'দেহ' পদের সংজ্ঞা দিতে যেয়েও কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকেই উল্লেখ না করে 'আত্মার বন্দীশালা' রূপকটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং এহেন সংজ্ঞা যুক্তিবিদ্যায় গ্রহণযোগ্য নয়, এগুলো ত্রুটিপূর্ণ।

সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপত্তিসমূহ

(চ) দুর্বোধ্য সংজ্ঞা (Obscure Definition) :

দুর্বোধ্য সংজ্ঞাটি একটি ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা। সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মের লঙ্ঘন থেকে এর উৎপত্তি। দ্বিতীয় নিয়মটি হলো-যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদটি থেকে সংজ্ঞাটি স্পষ্টতর হতে হবে; সংজ্ঞায় রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা চলবে না। সংজ্ঞার এই নিয়মটি অমান্য করে আমরা যদি কোন সংজ্ঞায় দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করি, তাহলে সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং এরূপ সংজ্ঞা দুর্বোধ্য সংজ্ঞা নামে পরিচিত। সংজ্ঞার উদ্দেশ্য হলো সহজ সরল ভাষায় কোন পদের অর্থকে পরিষ্কার করা। কাজেই দুর্বোধ্য কোন ভাষা ব্যবহার করলে এ উদ্দেশ্য সফল হয় না। উদাহরণস্বরূপ, মেঘের সংজ্ঞা- "মেঘ হচ্ছে মরুত্তাড়িত শীকরপূর্ণিত মেদুরবর্ণ মন্ডিত পুঞ্জিত বাষ্পরাজী সমন্বিত নভোমন্ডলে উৎক্ষিপ্ত দৃষ্ট প্রপঞ্চ বিশেষ।" এই সংজ্ঞাটির অর্থ সহজে বোধগম্য নয়। এতে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা এমনই দুর্বোধ্য যে, তার অর্থ উদ্ধার করা উচ্চশিক্ষিত লোকদের কাছেও একটি দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং যুক্তিবিদ্যায় এ ধরনের দুর্বোধ্য সংজ্ঞার কোন স্থান নেই।

সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপত্তিসমূহ

(ছ) চক্রক সংজ্ঞা (Circular or Circle-in-Definition) :

চক্রক সংজ্ঞা একটি ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা। সংজ্ঞার তৃতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করলে এরূপ সংজ্ঞার সৃষ্টি হয়। তৃতীয় নিয়মটি হলো- যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদ বা তার প্রতিশব্দ সংজ্ঞায় ব্যবহার করা চলবে না। সংজ্ঞায় এই নিয়মটি অমান্য করে আমরা যদি কোন পদের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে একই কথার পুনরুক্তি করি, তাহলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং এরূপ সংজ্ঞা চক্রক সংজ্ঞা নামে পরিচিত। চক্রক সংজ্ঞায় প্রকৃতপক্ষে কোন পদ সম্বন্ধে নতুন কিছুই বলা হয় না। একই কথা বুঝিয়ে বলা হয়। যেমন- "মানুষ হলো মনুষ্য জাতীয় জীব।" এই সংজ্ঞাটি একটি চক্রক সংজ্ঞা। এখানে মানুষের প্রয়োজনীয় কোন গুণকেই উল্লেখ করা হয়নি, মানুষকে মানুষ বলেই চালানো হয়েছে। অনুরূপভাবে, "পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি পরীক্ষাসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করেন।" "একজন বিচারক হলেন তিনি যিনি বিচার সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করেন।" এই সংজ্ঞাগুলোও চক্রক সংজ্ঞা।

সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপত্তিসমূহ

(জ) নঞর্থক বা নেতিবাচক সংজ্ঞা (Negative Definition) :

নঞর্থক বা নেতিবাচক সংজ্ঞা একটি ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা। সংজ্ঞার চতুর্থ নিয়ম লঙ্ঘন করলে এরূপ সংজ্ঞার উদ্ভব ঘটে। চতুর্থ নিয়মটি হলো-সদর্থক সম্ভব হলে সংজ্ঞাকে কখনই নঞর্থক করা উচিত নয়। এই নিয়মটি অমান্য করে আমরা যদি নঞর্থক বাক্য দ্বারা কোন পদের সংজ্ঞা নির্ণয় করি, তাহলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং এরূপ সংজ্ঞাকে নঞর্থক সংজ্ঞা বলা হয়। যেমন- 'মন নয় জড়', 'সত্য নয় মিথ্যা', 'অজ্ঞানতা হলো জ্ঞানের অভাব', 'অন্ধকার হলো আলোর অভাব' ইত্যাদি নঞর্থক সংজ্ঞার দৃষ্টান্ত। কোন পদ বাস্তবে কি এবং তার মধ্যে কি কি গুণ বর্তমান তা প্রকাশ করাই সংজ্ঞার উদ্দেশ্য। তাই কেবল সদর্থক বাক্য দ্বারাই এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। একটি সংজ্ঞা যদি নঞর্থক হয়, তাহলে পদটির মধ্যে কি গুণ নেই শুধু তাই-ই প্রকাশিত হয়। সুতরাং নঞর্থক সংজ্ঞা যুক্তিবিদ্যার চোখে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যে সব ক্ষেত্রে সদর্থক সংজ্ঞা আদৌ সম্ভব নয় কেবল সেখানেই নঞর্থক সংজ্ঞা ব্যবহার করা চলে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – যৌক্তিক সংজ্ঞা

টপিক – ০৫ সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা

টপিক ০৫: সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা

কোনো পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করাকেই সংজ্ঞা বলে। সংজ্ঞা দানের সময় পদের আসন্নতম জাতি এবং পদের লক্ষণকে উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু এমন কতকগুলো ক্ষেত্র আছে যেখানে এভাবে সংজ্ঞা দান সম্ভব নয়। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো :

(১) বৃহত্তম জাতির সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। বৃহত্তম জাতি ব্যক্ত্যর্থের দিক থেকে সবচেয়ে বড়। একে অপর কোন বড় জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অর্থাৎ এর কোন আসন্নতম জাতি নেই। কাজেই এর সংজ্ঞা দান সম্ভব নয়।

(২) নামবাচক পদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। নামবাচক পদগুলো অর্থহীন চিহ্নমাত্র। এদের মধ্যে কোন জাত্যর্থ নেই। সুতরাং এদের সংজ্ঞা দান সম্ভব নয়।

(৩) একক ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। একক ব্যক্তি বা বস্তুতে অগণিত গুণ বর্তমান থাকে। এদের সবগুলোকে সংজ্ঞায় উল্লেখ করা অসম্ভব। তাই এদের সংজ্ঞা দান সম্ভব নয়। এদের ক্ষেত্রে কেবল বর্ণনা সম্ভব।

সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা

(৪) বিশিষ্ট গুণবাচক পদের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। যেমন-সততা, সত্যবাদিতা, সাদাত্ব, মিষ্টত্ব ইত্যাদি। এই পদগুলো এতই সহজ সরল যে, এদের অর্থকে আর পরিষ্কার করা যায় না। কাজেই এদের সংজ্ঞা দান সম্ভব নয়।

(৫) মনের মৌলিক গুণসমূহের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। যেমন-সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, প্রেম, বিরহ ইত্যাদি। এই গুণগুলো অতুলনীয়। এদেরকে অন্য কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না বা অন্য কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

(৬) বিশ্ব-সত্তার কতকগুলো অপরিহার্য ধারণার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। যেমন-দেশ, কাল, আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি। এই পদগুলো অনন্য-সাধারণ। এদেরকে অন্য কোন বড় জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাই এদের সংজ্ঞা দান সম্ভব নয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – যৌক্তিক সংজ্ঞা

টপিক – ০৬ সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা

টপিক ০৬: সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা

যুক্তিবিদ্যায় সংজ্ঞার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তিবিদ্যায় যুক্তিগঠনের ক্ষেত্রে যেসব যুক্তিবাক্যের দরকার হয় তাদের প্রত্যেকটিতে দু'টি করে পদ ব্যবহার করা হয়। যুক্তিবাক্যে ব্যবহারের সময় প্রতিটি পদের অর্থ সুস্পষ্টভাবে জানা দরকার। নইলে অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থবোধকতা দেখা দিতে পারে। ফলে একই পদ ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে।

আমরা জানি যে, সংজ্ঞার উদ্দেশ্য হলো পদের অর্থকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুক্তিবিদ্যায় সংজ্ঞাকরণের নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়। এসব নিয়ম অনুসরণ করে পদের সংজ্ঞা দান করলে তা ত্রুটিমুক্ত হয়। এরূপ সংজ্ঞা যুক্তিসম্মত আলোচনা এবং বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। আর এসব নিয়ম অগ্রাহ্য করে সংজ্ঞা দান করলে তা ত্রুটিপূর্ণ হয়। এরূপ সংজ্ঞা সঠিকভাবে যুক্তি প্রণয়নের বেলায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই বলা যায় শুদ্ধ যুক্তি ও নির্ভুল চিন্তাধারার জন্য পদের সংজ্ঞাদান প্রয়োজন।

সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক প্রতীকী যুক্তিবিদ Copi যৌক্তিক সংজ্ঞার পাঁচটি প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। (১) সংজ্ঞার মাধ্যমে শব্দের ভান্ডার বাড়ানো যায়। (২) সংজ্ঞার মাধ্যমে পদের দ্ব্যর্থকতা পরিহার করা যায়। (৩) সংজ্ঞার দ্বারা পদের অর্থকে সুস্পষ্ট করা যায়। (৪) সংজ্ঞার দ্বারা পদের তত্ত্বগত ব্যাখ্যা দান করা যায়। এবং (৫) সংজ্ঞার মাধ্যমে নিজের মত দ্বারা অন্যের মতকে প্রভাবিত করা যায়।

সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা

নিম্নে সংজ্ঞার প্রকৃতি বিচারের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হলো :

১। "কবি হয় মাধুর্য এবং আলোকের প্রচারক।"

উত্তর : এই সংজ্ঞাটি রূপক সংজ্ঞার একটি দৃষ্টান্ত। সংজ্ঞায় দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন থেকে এর উৎপত্তি। দ্বিতীয় নিয়মটি হলো যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদটি থেকে সংজ্ঞাটি স্পষ্টতর হতে হবে। সংজ্ঞায় রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা চলবে না। আলোচ্য সংজ্ঞায় এই নিয়মটি অগ্রাহ্য করে কেবল রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। রূপক ভাষার ব্যবহারে কোনো পদের অর্থই পরিষ্কার হয় না। এখানে কবি পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পদটির জাত্যর্থ উল্লেখ করা হয়নি। বরং 'মাধুর্য' এবং 'আলোকের প্রচারক' এই রূপকের আশ্রয় নিয়ে কবিকে প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফলে সংজ্ঞেয় পদের অর্থ স্পষ্টতর হয়নি। সুতরাং সংজ্ঞার নিয়ম অনুসারে এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা। আমার আসামী (৫)

সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা

২। "মানুষ হয় একটি শিক্ষিত জীব।"

উত্তর: এই সংজ্ঞাটি একটি সঠিক যৌক্তিক সংজ্ঞা নয়। সংজ্ঞার প্রথম নিয়মটি লঙ্ঘন করার ফলে রূপক সংজ্ঞার উদ্ভব ঘটেছে। প্রথম নিয়মটি হলো যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে, তার চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়। সংজ্ঞার এই নিয়মটি অমান্য করে আমরা যদি একটি সংজ্ঞায় পদের জাত্যর্থ থেকে একটু বেশি গুণের উল্লেখ করি এবং অতিরিক্ত গুণটি যদি পদের বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ হয়, তাহলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। আলোচ্য সংজ্ঞাটিতে মানুষ পদের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে এখানে 'শিক্ষা' গুণটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষা গুণটি মানুষ পদের একটি বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। গুণটি সব মানুষের মধ্যে বর্তমান নয়। তাই আলোচ্য সংজ্ঞাটি শুধুমাত্র শিক্ষিত মানুষের উপরই প্রযোজ্য, সব মানুষের বেলায় প্রযোজ্য নয়। সুতরাং সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ এবং এর নাম অব্যাপক সংজ্ঞা।

সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা

৩। "বিশ্ববিদ্যালয় হয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।"

উত্তর: এই সংজ্ঞাটি একটি অতিব্যাপক সংজ্ঞা। সংজ্ঞার প্রথম নিয়মটি লঙ্ঘন করায় এরূপ সংজ্ঞার উদ্ভব ঘটেছে। প্রথম নিয়মটি হচ্ছে যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সে পদের পূর্ব জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে, তার চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়। আমরা যদি কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পদের যথার্থ জাত্যর্থ থেকে কম গুণের উল্লেখ করি, তাহলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। আলোচ্য সংজ্ঞাটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ জাত্যর্থ প্রকাশিত হয়নি। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পার্থক্য থাকছে না। এই সংজ্ঞাটি শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরই নয়, বরং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপরই প্রযোজ্য।

সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা

৪। আলো হচ্ছে অন্ধকারের বিপরীত।

এই সংজ্ঞাটি একটি যৌক্তিক সংজ্ঞা নয়। এতে সংজ্ঞার চতুর্থ নিয়মটি লঙ্ঘন করা হয়েছে। চতুর্থ নিয়ম হলো- সদর্থক সম্ভব হলে সংজ্ঞাকে কখনই নঞর্থক করা উচিত নয়। এই নিয়মটি অমান্য করে আমরা যদি নঞর্থক বাক্য দ্বারা কোনো পদের সংজ্ঞা নির্ণয় করি, তাহলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। এরূপ সংজ্ঞাই নঞর্থক সংজ্ঞা নামে পরিচিত।

আমরা জানি যে, কোনো পদ বাস্তবে কী এবং তার মধ্যে কী কী গুণ বর্তমান তা প্রকাশ করাই সংজ্ঞার উদ্দেশ্য। তাই কেবল সদর্থক বাক্য দ্বারা এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। আলোচ্য যুক্তিটিতে আলোকে অন্ধকারের বিপরীত বলে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে আলোর কোনো গুণ বা জাত্যর্থ প্রকাশ করা হয়নি। বরং নঞর্থক বাক্যের মাধ্যমে এতে যা নেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। আলোকে অন্ধকারের বিপরীত বললে আলো সম্মন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছুই জানা যায় না। শুধু পরোক্ষভাবে আলোর নেতিবাচক দিকটি জানা যায়। সুতরাং এটি একটি নঞর্থক নেতিবাচক সংজ্ঞা। এটি ত্রুটিপূর্ণ। যুক্তিবিদ্যায় এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা

৫। মানুষ হলো মনুষ্য জাতীয় জীব।

এই সংজ্ঞাটি একটি যৌক্তিক সংজ্ঞা নয়। সংজ্ঞার তৃতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করায় এরূপ সংজ্ঞার উৎপত্তি ঘটেছে। তৃতীয় নিয়মটি হলো-যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদ বা তার প্রতিশব্দ সংজ্ঞায় ব্যবহার করা যাবে না। সংজ্ঞার এ নিয়মটি অমান্য করে আমরা যদি কোনো পদের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে যেয়ে একই কথার পুনরুক্তি করি, তাহলে সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। এরূপ সংজ্ঞা চক্রক সংজ্ঞা নামে পরিচিত।

আলোচ্য সংজ্ঞায় মানুষকে বলা হয়েছে 'মনুষ্য জাতীয় জীব'। এখানে মানুষ পদের কোনো প্রয়োজনীয় গুণকেই উল্লেখ করা হয়নি। এতে মানুষকে মানুষ বলেই চালানো হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ পদের সংজ্ঞা, দিতে গিয়ে মানুষের প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ। এটি একটি চক্রক সংজ্ঞা। এরূপ সংজ্ঞা যৌক্তিক সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা

নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞার প্রকৃতি বিচারের সংকেত দেওয়া হলো :

১। “গ্লোসিয়ার হয় একটি বরফের নদী।”

সংকেত: চক্রক সংজ্ঞা। পদটির জাত্যর্থ উল্লেখ না করে এই কথা ঘুরিয়ে বলা হয়েছে।

২। "ভাত হয় একটি জিনিস যা বাংলাদেশের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।”

সংকেত : একটি আপতিক বা অবান্তর সংজ্ঞার দৃষ্টান্ত। একে বর্ণনাও বলা চলে। ভাতের জাত্যর্থ উল্লেখ করা হয়নি। 'বাংলাদেশের খাদ্য' কথাটি একটি অবান্তর লক্ষণ, জাত্যর্থ নয়।

৩। "বেদনা হয় আনন্দের অভাব।”

সংকেত: নঞর্থক বা নেতিবাচক সংজ্ঞা। ইতিবাচক ভাষার পরিবর্তে নেতিবাচক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। 'আনন্দের অভাব' কথাটির দ্বারা বেদনাকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

৪।"অক্সিজেন হয় এক প্রকার গ্যাস।” সংকেত: অতিব্যাপক সংজ্ঞা। সম্পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করা হয়নি। অক্সিজেন পদের বিভেদক লক্ষণ প্রকাশ করা হয়নি। অন্যান্য গ্যাসের সাথে এর কোন পার্থক্য নেই। সংজ্ঞাটি সব গ্যাসের বেলায়ই প্রযোজ্য।

সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা

(খ) নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। এদের প্রকৃতি নির্ণয় করে দেখাও।

১। মানুষ হচ্ছে একটি বন্ধনকারী জীব।

২। যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে একটি চিন্তার বিজ্ঞান।

৩। লৌহ হচ্ছে একটি সস্তা ধাতু।

৪। অমঙ্গল হচ্ছে তা যা মঙ্গল নয়।

৫। সততা হচ্ছে কথায় ও কাজে নিষ্ঠা।

৬। প্রয়োজন হচ্ছে আবিষ্কারের প্রসূতি।

৭। আলো হচ্ছে অন্ধকারের বিপরীত।

৮। মন একটি চিন্তাশীল দ্রব্য।

৯। উট হয় মরুভূমির জাহাজ।

১০। সোনা একটি মূল্যবান ধাতু।

১১। আইন সাধারণ জ্ঞান ছাড়া কিছুই নয়।

১২। ভদ্রলোক হচ্ছেন তিনি যিনি ভালো সমাজে বাস করেন।

সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা

১৩। শিশু হচ্ছে মানুষের পিতা।
১৪। সূর্য হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্র।
১৫। নিদ্রা হচ্ছে জাগরণের বিপরীত।
১৬। মানুষ হচ্ছে 'গৃহ নির্মাণকারী জীব'।
১৭। দাঁড় কাক হচ্ছে একটি কালো পাখি।
১৮। সময় হচ্ছে অনন্তের চলমান প্রতিচ্ছবি।
১৯। সূর্য হচ্ছে একটি নক্ষত্র যা দিনের বেলায় আলো দেয়।
২০।একজন সৈনিক হন একজন সাহসী লোক যিনি দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – যৌক্তিক সংজ্ঞা

টপিক – ০৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

০১) যৌক্তিক সংজ্ঞায় পদের কোন দিকটি বিশ্লেষণ করা হয়?

ক) ব্যক্ত্যর্থ খ) জাত্যর্থ

গ) উপলক্ষণ ঘ) অবান্তর লক্ষণ

০২। সংজ্ঞা প্রদানের জন্য যুক্তিবিদগণ কয়টি নিয়মের উল্লেখ করেছেন ?

ক) ৩ খ) ৪

গ) ৫ ঘ) ৬

০৩। 'মানুষ হয় জীব' – এটি কোন ধরনের সংজ্ঞা?

ক) অতিব্যাপক খ) অব্যাপক

গ) চক্রক ঘ) রূপক

০৪। "উট হচ্ছে মরুভূমির জাহাজ' – এখানে কোন ধরনের সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে ?

ক) চক্রক সংজ্ঞা খ)দুর্বোধ্য সংজ্ঞা

গ) রূপক সংজ্ঞা ঘ) নেতিবাচক সংজ্ঞা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

০৫। সংজ্ঞায় নেতিবাচক ভাষা ব্যবহার করা হলে নিচের কোন অনুপপত্তি ঘটে?

ক) রূপক খ)নঞর্থক

গ) চক্রক ঘ) অতিব্যাপক

০৬। নিচের কোনটি চক্রক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি?

ক) মানুষ হলো জীব খ) সুখ হলো দুঃখের অভাব

গ) মানুষ হলো মনুষ্য জাতীয় জীব ঘ) মানুষ হয় সৃষ্টির মুকুট চক্রক সংজ্ঞা

০৭। সংজ্ঞার প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করলে কয়টি অনুপপত্তি ঘটে?

ক)দুই খ) তিন

গ)চার ঘ)পাঁচ

০৮। অবান্তর সংজ্ঞায় অতিরিক্ত গুণ কোনটি?

ক) বিভেদক লক্ষণ খ) উপলক্ষণ

গ) অবান্তর লক্ষণ গ) জাত্যর্থ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

০৯। 'অমঙ্গল হচ্ছে যা মঙ্গল নয়'- সংজ্ঞাটিতে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে?

ক) সদর্থক খ) নঞর্থক

গ) রূপক ঘ) দুর্বোধ্য

১০। সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ ব্যবহার কোন প্রকারের ত্রুটি নির্দেশ করে?

অথবা, যৌক্তিক সংজ্ঞায় প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে কী ধরনের অনুপপত্তি ঘটে?

ক) নঞর্থক সংজ্ঞা খ) চক্রক সংজ্ঞা

গ) দুর্বোধ্য সংজ্ঞা ঘ) অতি ব্যাপক সংজ্ঞা/ রূপক সংজ্ঞা

১১। সংজ্ঞাদানে পদের কোন গুণ প্রকাশ করা হয়?

ক) ব্যক্ত্যর্থ খ) লক্ষণ

গ) উপলক্ষণ ঘ) জাত্যর্থ

১২। সংজ্ঞায় বর্ণিত অতিরিক্ত গুণটি উপলক্ষণ হলে সেটি কোন ধরনের সংজ্ঞা হবে?

ক) বাহুল্য খ) আপতিক

গ) অব্যাপক ঘ) অভিব্যাপক

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১৩। আপতিক সংজ্ঞায় অতিরিক্ত গুণটি হচ্ছে-

i. উপলক্ষণ

ii. অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ

iii. বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i　　খ) ii

গ) iii　　ঘ) i ও ii

১৪। অব্যাপক সংজ্ঞায় অতিরিক্ত গুণ কোনটি?

ক) লক্ষণ　　খ) উপলক্ষণ

গ) অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ　　ঘ) বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১৫। সংজ্ঞায় কিরূপ ভাষা ব্যবহার করা উচিত ?

ক) রূপক/ অলংকারিক　　খ) দুর্বোধ্য

গ) নঞর্থক　　ঘ) সদর্থক

১৬। সংজ্ঞায় পরিহারযোগ্য হচ্ছে-

i. রূপক ভাষা

ii. সহজ-সরল ভাষা

iii. দুর্বোধ্য ভাষা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i　　খ) ii

গ) iii　　ঘ) i ও ii

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – যৌক্তিক সংজ্ঞা

টপিক – ০৮ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

দৃশ্যকল্প-১: কুমার হলেন অবিবাহিত পুরুষ।
দৃশ্যকল্প-২: শৈশব হলো জীবনের প্রভাতকাল।
দৃশ্যকল্প-৩: যুদ্ধ নয় শান্তি।
(ক) যৌক্তিক সংজ্ঞা কী?
(খ) যৌক্তিক সংজ্ঞার দুটি সীমা লিখ।
(গ) দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) দৃশ্যকল্প-২ ও দৃশ্যকল্প-৩ এ যে সংজ্ঞাদোষ ঘটেছে তা বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

যুক্তিবিদ্যা ক্লাসে নিখিল স্যার যৌক্তিক সংজ্ঞা পড়াতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের 'মানুষ' পদের সংজ্ঞা দিতে বললেন। উত্তরে নয়ন বলল- ‘‘মানুষ হলো জীব’’। সুমি বলল, "না স্যার, মানুষ হলো মনুষ্য জাতীয় জীব’’। তাদের উত্তর শুনে নিখিল স্যার বিষয়টি নিয়ে ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করলেন।

(ক) যৌক্তিক সংজ্ঞা কী?

(খ) রূপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি কখন ঘটে?

(গ) উদ্দীপকে সুমির যৌক্তিক সংজ্ঞায় কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) নয়ন ও সুমির প্রদত্ত সংজ্ঞার মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

১ম চিত্র: সুখ হলো দুঃখের অভাব

২য় চিত্র : মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষিত প্রাণী।

৩য় চিত্র: মানুষ হয় প্রাণী।

(ক) সংজ্ঞা কী? বাহুল্য সংজ্ঞা কাকে বলে?

(খ) পরমতম জাতির কি সংজ্ঞা দেয়া যায়?। পরমতম জাতির সংজ্ঞা দেয়া যায় না কেন?

(গ) ১ম চিত্রে যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন নিয়মের লঙ্ঘন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকের ২য় ও ৩য় চিত্রে যে দুটি নিয়মের অনুপপত্তি ঘটেছে তাদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

THANK YOU